৩) ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দের উপন্যাসগুলির পরিচয় দিয়ে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় কর। (৮) (৫)

≫ প্রেমচন্দ হিন্দী সাহিত্যের উজ্জ্বলতম লেখক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বেনারসের কাছে একগ্রামে তার জন্ম হয়, তার পোশাকি নাম ছিল ধনপত রায়, ডাকনাম ছিল নবা। প্রেমচন্দ নামে তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘের সভাপতি হইলেন তিনি, ১৯৩৬ খ্রী: ৮ই অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

☒ প্রেমচন্দের রচনায় ভারতবর্ষের কৃষকজীবনের সম্পূর্ণ ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষকদের অসহায় দারিদ্র্য ও সীমাহীন দুর্দশার ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। জমিদার-পুরোহিত-মহাজন-মিলমালিকদের অত্যাচারে নিপীড়িত কৃষকসমাজের ছবি এঁকেছেন তিনি। তাঁর রচনায় যৌথ পারিবারিক জীবনের জয় ঘোষিত হয়েছে। নারী জাতির [illegible] রক্ষাও তার লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য চেতনায় তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী।

☒ প্রথমে তিনি উর্দু ভাষায় লেখা শুরু করলেও পরে হিন্দী ভাষাতে ভারতীয় সাহিত্য খ্যাতি লাভ করেছেন। তার 'প্রতিজ্ঞা' উপন্যাসে আছে এক বাল বিধবার জীবনকথা, 'সেবাসদন' উপন্যাসেও নারীদের নিষ্ঠুর নিয়তির ছবি ধরা পড়েছে। তার প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস 'প্রেমাশ্রম' এ কৃষকদের নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অপমানে শোষিতের শোচনীয় দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে। 'নির্মলা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু পণপ্রথা ও অসমবিবাহ, যার জন্য নারীর জীবনে নেমে আসে সর্বনাশ ও যার মূলে গোটা পরিবারেও সর্বনাশ ঘটে। এখানে এই নির্মম ও-নিষ্ঠুর সামাজিক অসঙ্গতিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। তার 'রঙ্গভূমি' বিশাল উপন্যাস, এর মধ্যে ফুটেছে গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষের জীবনের অন্তঃরঙ্গ-ছবি, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শ যা এখানে উন্মুক্ত হয়েছে। তবে এখানে জ্যোতিষবিদ্যার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদির মত কিছু অলৌকিক ঘটনাও এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

☒ প্রেমচন্দের আরেকটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস 'গবন'। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মধ্যবিত্তের অতিরিক্ত টাকা খরচ করা, সমাজসংস্কারের প্রভাব ইত্যাদি এখানে দেখানো হয়েছে। [illegible] জন্য মধ্যবিত্তের বাস্তব প্রকাশ এই উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে ফুটেছে। 'কর্মভূমি' উপন্যাস-

Scanned with CamScanner

চিত্র আছে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার প্রসঙ্গে। প্রেমচন্দ ও নেহেরুর পূর্ণ স্বরাজের দাবী ও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ আইন ভঙ্গ- করা ইত্যাদি এখানে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। প্রেমচন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অসামান্য উপন্যাস 'গোদান' এটি সমগ্র ভারতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে চিহ্নিত। গোদানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরি রাম এক সাধারণ কৃষক। তার স্ত্রী ধনিয়া এক তেজস্বিনী নারী- সহিষ্ণু হরিরামের উপরে মহাজনদের অত্যাচার ক্রমশে যেন সামলাতে বিরক্ত ধনিয়া তাদের তাদের ঘরে গরু-বাছুর নিয়ে নেয়, অসামান্য কঠোর পরিশ্রমী যে গো-দান হিসাবে তুলে দেয়। সেকালে কৃষকদের যে দুরবস্থার ছবি এখানে ফুটেছে অসামান্য। প্রেমচন্দের কোন উপন্যাস 'সেবাসদন' অসামান্য থেকে যায়।

☐ প্রেমচন্দের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ আছে নিবিড়, প্রেমচন্দের গোদান, রঙ্গভূমি, গবন ইত্যাদি উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়েছে, প্রেমচন্দের একাধিক গল্পসংগ্রহেরও অনুবাদ করেছেন বাঙালী লেখকেরা, প্রেমচন্দ নিজে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন, শরৎচন্দ্রের প্রতি তিনি অসাধারণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রেমচন্দের নারী চরিত্রের উপর শরৎ সাহিত্যের প্রভাবও যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অনুরক্ত একাধিক গল্প ও বিভিন্ন উপন্যাসেরও অনুবাদ করেন তিনি। প্রেমচন্দের অনেকগুলি গল্প অবলম্বনে বাংলায় একাধিক নাটকও হয়েছে। তাঁর 'সদগতি' ও শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' তাঁর দুটি সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। প্রেমচন্দকে তাই বাংলা সাহিত্যের আপনজন আত্মীয়ই বলা যায়।